দর্শনায় ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের নিরাপত্তা ও কর্মপরিবেশ নিশ্চিতের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা-জীবননগর মহাসড়কের দর্শনা বাসস্ট্যান্ড চত্বরে এ মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে দর্শনা থানা ফারিয়ার সভাপতি মোঃ নেছার আহম্মেদ শাহীনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন দর্শনা থানা ফারিয়ার সহ-সভাপতি মাহাবুব আলম, সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় ফারিয়ার সহ-সাধারণ সম্পাদক ফাউজুল আজীম সানজা, সহ-সাধারণ সম্পাদক রয়েল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক নাহিদ ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ মনজুরুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক আলমগীর হোসেন, প্রচার সম্পাদক আসাদুজ্জামান রতন, ক্রীড়া সম্পাদক মাহাবুর রহমান এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম।

এসময় দর্শনা থানা ফারিয়ার আরও অনেক ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিরা বিভিন্ন এলাকায় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নানা ধরনের ঝুঁকি ও অনিরাপদ পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছেন। তাদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত এবং পেশার মর্যাদা রক্ষায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান তারা।

দর্শনায় ৩৮ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দুই যুবক আটক

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে দর্শনা শান্তিপাড়া থেকে ৩৮ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দুই যুবককে আটক করেছে।

আটককৃত দুই যুবক চুয়াডাঙ্গা বনানী পাড়ার আশরাফুল হকের ছেলে সেন্টু হোসেন (৩২) ও একইপাড়ার মোস্তাফার ছেলে মেহেদী হাসানকে
(৩৩) আটক করে।

পুলিশ জানায়, আজ শুক্রবার দুপুরে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ হিমেল রানার নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনা পৌরসভার মাদকখ্যাত চিহ্নিত শান্তিপাড়া থেকে দুই যুবকের কাছে থাকা ৩৮ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দুজনকে আটক করে।

গতকাল তাদের দুজনকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনা রেলবাজারে ক্রোকারিজের দোকানে তালা ভেঙে নগদ টাকা চুরি

দর্শনা রেলবাজারে একটি ক্রোকারিজের দোকানের তালা ভেঙে নগদ টাকা চুরির ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার ভোরে সংঘটিত এ ঘটনায় মাত্র দুই মিনিটের মধ্যে দোকানে প্রবেশ করে ড্রয়ার ভেঙে টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় চোরচক্র।

দোকান মালিক মেসার্স রাবিত ক্রোকারিজের স্বত্বাধিকারী জানান, ভোর ৬টা ১০ মিনিটের দিকে চারজন ব্যক্তি দোকানের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে ড্রয়ারে থাকা আনুমানিক ৫ থেকে ৬ হাজার টাকার খুচরা অর্থ চুরি করে নিয়ে যায়।

তিনি আরও জানান, সকালে দোকানে এসে তালা ভাঙা দেখতে পান। পরে দোকানের ভেতরে প্রবেশ করে দেখেন, অন্যান্য সবকিছু ঠিক থাকলেও ড্রয়ারে রাখা টাকা নেই। এরপর সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, মাত্র দুই মিনিটের মধ্যে চোরচক্র তালা কেটে দোকানে প্রবেশ করে নগদ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়।

দোকান মালিকের দাবি, সিসিটিভির ফুটেজ দেখে ধারণা করা হচ্ছে,

চোরচক্রের সদস্যরা দর্শনার বাইরের লোক।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করে এবং সিসিটিভির ফুটেজ সংগ্রহ করে।

এ বিষয়ে হিমেল রানা বলেন, “চোরচক্রের সদস্যরা বাইরের লোক বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে ভিডিও ফুটেজ পাঠানো হয়েছে। তাদের শনাক্ত করা গেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

দর্শনায় নাশকতাসহ ১০ মামলার আসামি গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে নাশকতাসহ একাধিক মামলার আসামি রাশেদুজ্জামান রাশেদকে (৩৩) গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত রাশেদ দর্শনা পৌরসভার বড় মসজিদপাড়ার মাদক ব্যবসায়ী সানিরুলের ছেলে। মঙ্গলবার (৫ এপ্রিল) ভোরে দর্শনা থানা পুলিশ তার নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ জানায়, রাশেদ দর্শনা এলাকায় কুখ্যাত সন্ত্রাসী ও মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত। এলাকাবাসী তার ভয়ে সবসময় আতঙ্কিত থাকেন। তার বিরুদ্ধে পূর্বে বিভিন্ন সময়ে মাদক, নাশকতাসহ প্রায় ৮ থেকে ১০টি মামলা রয়েছে।

গ্রেফতারের পর তাকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দর্শনার মাঠে পাকা ধান ঘরে তুলতে দুশ্চিন্তায় কৃষকরা

দর্শনার বিভিন্ন মাঠে পাকা ধান ঘরে তুলতে পারবেন কি না এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কৃষকরা। গত এক সপ্তাহ ধরে থেমে থেমে বৃষ্টি, শিলা ও ঝড়ো হাওয়ার কারণে পাকা ধান কাটতে না পেরে বিপাকে পড়েছেন তারা।

পাকা ধান মাঠে পড়ে থাকায় অনেক কৃষকের রাতে ঠিকমতো ঘুমও হচ্ছে না। ধান ঘরে তুলতে না পারার আশঙ্কায় তারা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

গত শনিবার উপজেলার পারানপুর, রামনগর, বেতেগাড়ী, নলগাড়ী ও সুন্দর মাঠ ঘুরে দেখা যায়, চারদিকে পাকা ধানে ভরে আছে মাঠ।

কৃষকরা প্রতিদিন মাঠে গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকছেন কবে বৃষ্টি থামবে, কবে ধান কেটে ঘরে তুলতে পারবেন, সেই অপেক্ষায় দিন গুনছেন।

টানা বৃষ্টির কারণে অনেক জায়গায় পাকা ধান গাছে অঙ্কুর (কল) বের হতে শুরু করেছে, যা ফলনের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

এদিকে সপ্তাহজুড়ে বৃষ্টির কারণে দিনমজুররাও পড়েছেন চরম বিপাকে। কাজ না থাকায় অনেকেই খেয়ে-না-খেয়ে দিন পার করছেন।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার জানান, চলতি মৌসুমে উপজেলায় ৮ হাজার ৭৮৫ হেক্টর জমিতে ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ৮ হাজার ৭৬৫ হেক্টর জমিতে চাষ হয়েছে। ইরি ধানের ফলন হেক্টরপ্রতি ১১ দশমিক ৪০ মেট্রিক টন এবং উফশী ধানের ফলন ৬ দশমিক ৯ মেট্রিক টন ধরা হয়েছিল। তবে বর্তমান আবহাওয়ার কারণে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

পারানপুর গ্রামের আবু তাহেরের ছেলে সরোয়ার হোসেন বলেন, “আমার ২ বিঘা ১০ কাঠা জমিতে ধান ছিল। আগাম চাষ করায় কিছুটা ধান ঘরে তুলতে পেরেছি। বিঘাপ্রতি ২২-২৩ মণ ফলন পেয়েছি। তবে বৃষ্টির কারণে খড় মাঠেই গাদা করে রেখে আসতে হচ্ছে।”

একই গ্রামের আরিফুল ইসলাম বলেন, “ধান পেকে গেছে, কিন্তু বৃষ্টির কারণে কাটতে পারছি না। গাছে অঙ্কুর বের হয়ে যাচ্ছে।”

রুদ্রনগর গ্রামের ভেগা মিয়া বলেন, “ধান পেকে গেছে, পানির মধ্যেই কেটে ফেলতে হচ্ছে।”

রামনগর গ্রামের জমির আলী জানান, “এই সময়টায় ধান কাটা-মাড়াইয়ের কাজ জোরেশোরে চলার কথা ছিল। কিন্তু ঝড়-বৃষ্টির কারণে কাজ বন্ধ। ঘরে বসে সময় পার করছি, ধারদেনা করে সংসার চালাতে হচ্ছে।”

এ অবস্থায় দ্রুত আবহাওয়া অনুকূলে না ফিরলে কৃষকদের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

দর্শনায় মাদক সম্রাট খ্যাত রানা গ্রেফতার

দর্শনায় মাদক সম্রাট খ্যাত দক্ষিণ চাঁদপুরের রানা নামের এক মাদক মামলার আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শনিবার বিকেলে খুলনা রেঞ্জের ডিআইজির নির্দেশে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের নেতৃত্বে দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে।

এ সময় দর্শনা থানাধীন পৌর এলাকার দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রাম থেকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলার এজাহারভুক্ত পলাতক আসামি রানাকে (৩৫) গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত রানা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মল্লিকপাড়ার আক্তার হোসেনের ছেলে।

গ্রেফতারকৃত আসামিকে রবিবার চুয়াডাঙ্গা আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) মুহাম্মদ হিমেল রানা বলেন, “মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

নিয়মিত অভিযান চালিয়ে মাদক উদ্ধার ও মাদক ব্যবসায়ীদের গ্রেফতার

করা হচ্ছে। মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত কেউই আইনের আওতার বাইরে থাকবে না।”

দর্শনায় আঁখের রোগ ও পোকা দমন অভিযানের উদ্বোধন

দর্শনা কেরু চিনিকলের আওতায় ২০২৫-২৬ রোপন মৌসুমে আঁখের একর প্রতি ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তঃ প্ররিচর্য়াসহ আঁখের রোগ ও পোকা দমন অভিযানের উদ্বোধন করেন কেরুজ ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান।

শনিবার সকাল ১০টায় মিলগেট (পশ্চিম) সাবজোনের ২৪ নং ইউনিটের অধিনে গোবিন্দপুর মাঠে লিপু শাহের জমি থেকে একর প্রতি ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তঃ প্ররিচর্য়াসহ আঁখের রোগ ও পোকা দমন ক্যাম্পেইন শুরু হয়েছে।

পোকা দমন ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠানে কেরু চিনিকলের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, এখন আঁখের পরিচর্যা ও যত্ন নেওয়ার উপযুক্ত সময় চলছে। আঁখের পোকা দমন ও নিয়মানুযায়ী জমিতের প্রয়োগ করতে হবে এবং কোন পোকার আক্রমন না হয়। সে বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে, তাহলে আঁখের ভাল ফলন করা সম্ভব হবে।

এ ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, কেরুজ মিলের মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) মোহাম্মদ আশরাফুল আলম ভুইয়া, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের ডিজিএম মাহবুবুর রহমান, (পশ্চিম) সাবজোনের ২৪ নং ইউনিটের সাবজোন প্রধান মোস্তাহিদুল ইসলাম, মোঃ ওয়েসকরনী ও জমির মালিক লিপু শাহ ও স্থানীয় কৃষকরা।

দর্শনায় ২টি রাস্তা নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

দর্শনার আকন্দবাড়িয়া ও রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামে ১ কোটি ৭০ লাখ টাকা ব্যয়ে ২টি রাস্তা নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

শনিবার স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) বাস্তবায়নে সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টার মধ্যে এ উদ্বোধন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য রুহুল আমিন আনুষ্ঠানিকভাবে নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনকৃত সড়ক দুটি হলো দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া আবাসন প্রকল্প থেকে শৈলমারী বিলের ধার পর্যন্ত ১ হাজার ২৫০ মিটার এবং আকন্দবাড়িয়া থেকে রাঙ্গিয়ারপোতা সড়কের ৭৫০ মিটার।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমপি রুহুল আমিন বলেন, “আমি এমপি হওয়ার পর প্রথমবার দর্শনায় রাস্তার কাজের উদ্বোধন করলাম। আমার নির্বাচনী এলাকার একটি রাস্তাও কাঁচা থাকবে না এই লক্ষ্য নিয়েই কাজ করে যাচ্ছি। জনগণের উন্নয়নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।” তিনি আরও বলেন, কোনো ধরনের অনিয়ম বা কাজে গাফিলতি সহ্য করা হবে না।

তিনি উল্লেখ করেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসন একটি কৃষিপ্রধান এলাকা। এ অঞ্চলের সড়ক, সেতু ও কালভার্ট উন্নয়ন হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে এবং কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য সহজে বাজারজাত করতে পারবেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা এলজিইডির প্রকৌশলী আখতার হোসেন, জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি ও উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের, দর্শনা পৌর আমির সাহিকুল ইসলাম অপু, রফিকুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম, মতিয়ার রহমান, আক্কাছ আলীসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

দর্শনায় বন্য খরগোশ শিকার, ৪ জনকে ১০ দিনের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় বন্য খরগোশ শিকার ও হত্যার দায়ে ৪ জনকে ১০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলার সাধুহাটি গ্রামের মনোরঞ্জন বিশ্বাসের ছেলে উজ্জ্বল কুমার বিশ্বাস, একই উপজেলার এনায়েতপুর গ্রামের মৃত তোয়াজ আলীর ছেলে সাদগার আলী, সাধুমণ্ডলের ছেলে শুকুমার মণ্ডল এবং মোহন কুমার বিশ্বাসের ছেলে সুধাংশু কুমার বিশ্বাস।

অভিযানকালে ১১টি বন্য খরগোশ উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে ৫টি জীবিত এবং ৬টি মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আমিনুল ইসলাম। জানা যায়, বৃহস্পতিবার বিকেলে বাংলাদেশ ওয়াইল্ডলাইফ অ্যান্ড নেচার ইনিশিয়েটিভের সভাপতি ও বড় সলুয়া নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজের প্রাণিবিদ্যার প্রভাষক আহসান হাবীব শিপলুর কাছে খবর আসে যে, তিতুদহ ইউনিয়নের দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানির মাঠে ১৬ সদস্যের একটি শিকারি দল বন্য খরগোশ শিকার করছে।

খবর পেয়ে সংগঠনের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে বিষয়টির সত্যতা পান এবং তাৎক্ষণিকভাবে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা বন কর্মকর্তা আবুল খায়ের আতা এলাহীকে অবহিত করেন। এ সময় তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে অধিকাংশ শিকারি পালিয়ে গেলেও ৪ জনকে আটক করা হয়।

পরে বন বিভাগ ও উপজেলা প্রশাসন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বন্যপ্রাণী শিকারের অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে প্রত্যেককে ১০ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করে। জীবিত উদ্ধার হওয়া ৫টি খরগোশকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে প্রাকৃতিক আবাসস্থলে অবমুক্ত করা হয়।

এ সময় তিতুদহ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জসহ পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ওয়াইল্ডলাইফ অ্যান্ড নেচার ইনিশিয়েটিভের সভাপতি বলেন, বন্যপ্রাণী

হত্যা, ক্রয়-বিক্রয়, পাচার বা আটক করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। কেরু অ্যান্ড কোম্পানির মাঠে বন্য খরগোশের উপস্থিতি এ এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাদের সংগঠন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হলে এ ধরনের অপরাধ অনেকাংশে কমে আসবে।

এ সময় সংগঠনের সদস্য হাসানুজ্জামান রিগান, বায়জিদ, রিয়াজ উদ্দীন, সাহাবুলসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তারা এ উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

দর্শনা-গেদে চেকপোস্ট তিন দিন বন্ধ থাকার পর উন্মুক্ত

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলায় বিধানসভা নির্বাচনের কারণে দর্শনা আন্তর্জাতিক গেদে চেকপোস্ট তিন দিন বন্ধ থাকার পর আজ বৃহস্পতিবার পুনরায় চালু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৬টায় জেলার দর্শনা জয়নগর ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে পাসপোর্টধারী যাত্রী চলাচল শুরু হয়।

গত সোমবার (২৭ এপ্রিল) সকাল থেকে এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হয়েছিল। গত বুধবার (২৯ এপ্রিল) সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এ আদেশ বলবৎ ছিল। তবে এই সময়ে বাংলাদেশে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকরা স্বদেশে ফিরে যেতে পেরেছেন এবং অতি জরুরি চিকিৎসা সেবার জন্য বাংলাদেশ থেকে ভারতে যেতে পারবে বলেও নিষেধাজ্ঞার প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।

দর্শনা জয়নগর ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের ইনচার্জ এসআই তুহিন বলেন, “ভারতের নদিয়া জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ড. শ্রীকান্ত পল্লীর প্রজ্ঞাপনের আদেশেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে চেকপোস্টের কার্যক্রম আবার স্বাভাবিক হয়েছে।”

[illegible]